



তামান্না ইসলাম

# ফেরা

## আলোর কথা

আমার মা মারা গেছে আমার দুই বছর বয়সে। আমি বাবার কাছেই মানুষ। মায়ের স্মৃতি বলতে আমার কাছে আছে একটা ছবি। বাবা দিয়েছে। এর বাইরে বাবা মাকে নিয়ে কিছু বলতে চায় না। হয়তো বাবা মাকে অনেক বেশি ভালোবাসতো, তাই মায়ের কথা বলতে বাবার খুব কষ্ট হয়। বাবা আমাকে মায়ের মত আগলে রাখে। তাই মায়ের অভাব



## গল্প

যে আমি খুব বোধ করি তা না। মা কি জিনিস সেটা জানি না বলেই হয়ত। তবে মাঝে মাঝে বাবাকেই কেমন দিশেহারা লাগে। মনে হয় কি করবেন ঠিক বুঝতে পারছেন না। আমার স্কুলের বান্ধবীরা অনেক ভাবে চুল বেঁধে স্কুলে যায়। আমি একবার বায়না ধরলাম চুল লম্বা করব আর বিভিন্ন স্টাইলে চুল বাঁধব। বাবার নাকানি-চুবানি অবস্থা। তখন মনে হয়েছিল আমার চেয়ে বাবার বেশি মন খারাপ। এছাড়া মাঝে মাঝে অকারণে মন খারাপ হলে বাবা বোঝে না। বান্ধবীদের সাথে ঝগড়া হলে কেন মন খারাপ হয় সেটাও বোঝে না। তবে বাবা খুব চেষ্টা করে আমার মন ভালো রাখতে। হুট করে বলবে 'চল বাইরে খেয়ে আসি আজ রাতে' বা একটু অবসর পেলেই আমাকে নিয়ে ঘুরতে চলে যায়। বাবা কিছু না করেও আমার মন ভালো করে দিতে পারে। বাবার গায়ের গন্ধটাই আমার মন ভালো করে দেয় অনেক সময়। বাবা যখন আমাকে

জড়িয়ে ধরে, কপালে চুমু খায় আমি কান্না ভুলে যাই।

ব্যবসার জন্য বাবাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। তারপরও আমাকে স্কুল থেকে উঠানো নামানো নিজে করে। আমাকে দেখলে নাকি বাবার সব ক্লান্তি চলে যায়। বাবাকে ভালো রাখার জন্য আমি সবসময় হাসি খুশি থাকতে চেষ্টা করি। আমাদের বাবা মেয়ের জীবন ভালোই চলছিল সেদিন পর্যন্ত। সেদিন ছিল আমার সবচেয়ে কাছের বান্ধবী সামিয়ার জন্মদিন। সামিয়ার মা নিনা আনটি আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে একটা খুব দামি রেস্টুরেন্টে এসেছেন। আমরা বান্ধবীরা খুব মজা করে গল্প করছিলাম। সামিয়ার আজ পনের হল। আমার পনের হয়েছে দু'মাস আগে। নিজেদের খুব বড় মনে হচ্ছে।

আজ আমি একটু সেজেছিও, অন্যরা যদিও অনেক বেশি সেজেছে। আমি সাজলে বাবা খেপায় 'খুকি তোকে তো বুড়িদের মত লাগছেরে', তাই আমি ভয়ে বেশি সাজি না। আমরা পাশের টেবিলের ছেলে দুটোকে দেখছিলাম আর দুষ্টমি করছিলাম ওরা আমাদের কার দিকে কয়বার তাকিয়েছে এইসব। আনটি ওনার বান্ধবীদের সাথে অন্য টেবিলে, এই সুযোগ। ঈশ, বাবা জানলে কী করবে? খোঁচা খুঁচি করতে করতে মাত্র গরম সুপে মুখ পুড়িয়েছি, এ সময় এক মহিলা আর ভদ্রলোক, সঙ্গে বছর দশেকের ছেলে এসে ঢুকল। এত চেনা লাগছে মহিলাকে, কোথায় যেন দেখেছি...। ওহ, মনে পড়েছে অবিকল আমার মায়ের ছবিটার মত দেখতে, খালি বয়সের ছাপ পড়েছে। আমার বুকের ভেতরে ধূপ ধূপ করছে, এতো মিল কেন? উনি কি আমার খালা হয়? কৌতূহল চাপতে না



গল্প

পেরে সামিয়াকে ফিসফিস করে বলে ফেললাম। ওর গুঁতোগুঁতিতে ইতস্তত করে উঠে গেলাম ওনারদের টেবিলে।

‘এককিউজ মি, আপনার কি বেলা নামের কোন আত্মীয় আছে?’  
‘আমিই বেলা, তোমাকে তো চিনলাম না’ তিনি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, কোথায় যেন ভুল হচ্ছে। আমি আস্তে করে বললাম, আমি ‘আলো’, আমার মায়ের নাম ছিল বেলা, তার সাথে আপনার চেহারার খুব মিল। আমার মা তের বছর আগে মারা গেছে। এটা যে কীভাবে সম্ভব বুঝতে পারছি না।’ ওনার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সপ্তের ভদ্রলোকেরও। উনি আমাকে হাত ধরে বসালেন।  
‘তোমার বাবার নাম কি নাসের?’ আমি মাথা নাড়লাম।  
‘তোমাকে কে বলল তোমার মা মারা গেছে?’  
‘বাবা বলেছে।’

‘কীভাবে মারা গেছে বলেছে?’  
‘না, বাবা মাকে নিয়ে কিছু বলতে চায় না।’  
তিনি ঝরঝর করে কাঁদছেন। ‘আমি তোমার মাকে চিনি, ও যেখানেই থাকুক তোমার জন্য ওর নিশ্চয়ই অনেক কষ্ট হয়।’ এমন একটা মেয়ের কাছ থেকে দূরে থাকতে যে কোন মায়েরই খুব কষ্ট হওয়ার কথা।  
আমি বলতে গিয়েও আর বললাম না যে আমার মা তো মারা গেছে, মরে গেলে কি মানুষের কষ্ট হয়?

তিনি আমার অনেক খোঁজখবর নিলেন। ফোন নম্বর নিলেন, দিলেন। আমি আর বাবা একা থাকি শুনে মনে হলো একটু স্বস্তি পেলেন। বিদায় নেওয়ার সময় আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আর ছাড়তেই চাইলেন না। আশ্চর্য আমার কেন যেন খুব ভালো লাগছিল। আমারও ওনাকে ছাড়তে ইচ্ছে হচ্ছিল না। আমি বললাম ‘আমাদের বাসায় আসবেন, বাবা খুশি হবেন।’

উনি কিছু বললেন না।  
সেদিন আমি আর কিছুতেই মজা করতে পারলাম না। বাসায় এসে শুয়ে ছিলাম নিজের ঘরে। অস্থির লাগছে। কখন যেন ঘুমিয়ে গেছি। ঘুম ভাঙল বাবার ডাকে ‘কিরে ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছিস কেন? আমার রাজকন্যার মন খারাপ নাকি?’

আমি উঠে বাবাকে সরাসরি বললাম ‘বাবা তুমি মা ছাড়া বেলা নামে আর কাউকে চেন? মায়ের সাথে চেহারায় অনেক মিল। আজ রেষ্টুরেন্টে দেখা হয়েছিল। বললেন মাকে চেনে। আমাকে অনেক আদর করল।’

## ২ নাসেরের কথা

আলোর কথায় আমি ধাক্কা খেললাম। বেলার সাথে ওর দেখা হয়েছে। তার মানে বেলা এখন ঢাকায়। আলোকে আমি এখন কী বলব? যে সত্যকে লুকিয়ে রেখেছি ১৩ বছর?

বেলা আমার প্রাক্তন স্ত্রী, আলোর মা। আমাদের সুন্দর একটা সংসার ছিল, যার প্রাণ ছিল আলো আর বেলা। শুধু একটাই অভাব ছিল, সেটা টাকার। আমার সরকারি চাকরির গোনা বেতনে বেলার চলত না। ঘুষ খেতে পারতাম না বলে কথা শুনাত। নিত্যানতুন বায়না ধরে গাল ফুলাত। শেষে ওর বুদ্ধিতেই বিদেশে পাড়ি জমালাম। ওদের দুজনকে রেখে যেতে বুক ভেঙ্গে যাচ্ছিল। ও বলল, পাঁচটা বছর কষ্ট করো, বেশি করে টাকা জমিয়ে এনে ব্যবসা করবে। ওর কথা মেনে নিলাম। এত ছোট বাচ্চা নিয়ে ও একা থাকবে কীভাবে? সিলেট থেকে আমার ভাগ্নে সাবেরকে এনে রাখলাম ওদের দেখা শোনার জন্য। সেটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। বেলা বড় সুন্দর, তার চেয়েও বেশি আবেদনময়ী। দেশ ছাড়ার মাস ছয়েকের মধ্যেই বেলা আর সাবেরকে জড়িয়ে নানান কথা কানে আসতে লাগল। আমার বিষের মত লাগত সেসব কথা, তবু বিশ্বাস করি নাই। আলো তখন দশ মাসের। দুই বছর পর যখন দেশে গেলাম, আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে বেলা আর আমার নেই। নানা উসিলায় আমার কাছে আসে না। ওর চোখে, মুখে, শরীরে আলগা সুখের লাভণ্য। আমার আর বুঝতে কিছুই বাকি রইল না। নিজের উপরে তীব্র ঘৃণা জন্মাচ্ছিল। সাবের আর বেলা সমবয়সী। একদিন আড়াল থেকে দেখে ফেললাম সাবেরের বুকে মুখ লুকিয়ে বেলা কাঁদছে ‘তুমি আমাকে বাঁচাও’, সাবের ওকে পাগলের মত চুমু খাচ্ছে, ঠোঁটে, মুখে, বুকে...। আমি আর দেখতে পারি নাই। বেলাকে মুক্তি দিলাম। একটাই ভয় ছিল

আলোকে নিয়ে। ওকে আমি দিতে পারবো না। বেলাও ওকে চাইল না। ও তখন প্রথম প্রেমে পড়ার মোহে ডুবে আছে।

দেশে ফিরে শুরু হলো আমার নতুন জীবন। চাকরিতে আর ফিরি নাই। ব্যবসায় মন দিলাম আর আমার সব অতীত চাপা দিয়ে মন প্রাণ দিয়ে মানুষ করতে শুরু করলাম আলোকে।

প্রথম যেদিন স্কুলে গেল, ছুটির শেষে দুহাত বাড়িয়ে আমার কোলে ঝাঁপ দিল। কত যে গল্প, আর শেষ হয় না। আমার সুখ উপচে পড়ল। প্রথম দাঁত পড়া, কান ফটা করা সব কিছুই যেন একেকটা গল্প। আমাদের দুজনের সারাদিনের গল্প দুজনকে বলতে হত। রাতে গল্প পড়ে শুনাতাম। আমাকে বিয়ে করানোর জন্য আত্মীয়স্বজন অস্থির হয়ে গেল। ‘নিজের কথা না হয় বাদ দিলি, এতো ছোট বাচ্চা মানুষ করবি কীভাবে? তাও আবার মেয়ে।’

আমি কারও কথা কানে তুলি নাই। বেলা আমার মন থেকে মেয়েদের উপরে বিশ্বাস নিয়ে গেছে। আমার মেয়েকে কেউ এসে কষ্ট দেবে আমি মানতে পারব না। বরং আস্তে আস্তে সেসব আত্মীয়দের কাছ থেকে আমি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছি।

কত সময় মনে হয়েছে একজন মানুষ দরকার যার সাথে আলোর কথা, খুঁটিনাটি বা বড় সমস্যা শেয়ার করা যায়। অনেক দিন পরে যেদিন বড় ভাবির সাথে মার্কেটে দেখা হলো আর রাতে ফোন দিয়ে ভাবি ঘুরিয়ে পৌঁচিয়ে বললেন আলো বড় হচ্ছে, ওর পোশাক সম্পর্কে সচেতন হতে হবে, সেদিনও মনে হয়েছিল আলোর মা থাকলে আজ এমনটা হত না। ছোট স্কট পরতে পারবে না শুনে মেয়ের সেকি কান্না। মা থাকলে নিশ্চয়ই এসব খেয়াল করত, বুঝিয়ে বলত ঠিকমত। স্কুলের সামনে যেদিন একটা ছেলেকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম আর আলোও ছেলোটাকে দেখে কেমন অন্য রকম হয়ে গেল কয়েক সেকেন্ড, আমার বুকের ভেতরে কেঁপে উঠেছিল। সারা রাত ঘুমাতে পারি নি। যেদিন রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে আলো জিজ্ঞেস করেছিল ‘বাবা পিরিয়ড কী? আমার বন্ধু দোলার হয়েছে, আমারও কি হবে?’ আমার যে নিজেকে কী অসহায় লেগেছিল। ওর পিরিয়ড হওয়ার পর প্রথম কয়েকদিন ও ব্যাথা ছটফট করত, আমি সারারাত ওর মাথার কাছে বসে থাকতাম। ওষুধ এনে দিতাম, কিন্তু ঠিক বুঝতাম না কীভাবে ওর ব্যথা একটু কমাবো। প্রথম প্রথম ওর অন্তর্ভাস কিনতেও খুব অস্বস্তি হত, লোকজন কেমন করে আমাদের দিকে তাকাত। তারা তো আর জানে না, আমি শুধু ওর বাবা নই, মাও। সেই আলোকে একটু কষ্টও আমি দিতে পারব না। ও যদি জানে ওর মা অন্য কেউকে ভালোবেসে ওকে ত্যাগ করেছে সেই কষ্ট ও সেইতে পারবে না। তার চেয়ে এই ভালো। আমি ভেবে চিন্তে আবারও ওকে মিথ্যে বললাম ‘ই্যা, তোমার মায়ের বেলা নামে একজন বান্ধবী ছিলেন।’ আলো কেমন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ‘মায়ের সাথে চেহারায় এতো মিল।’  
আমি কিছু বললাম না।

দ্বিতীয় খণ্ডে সমাপ্য  
ফেরা

## ৩ বেলার কথা

সাবেরের সাথে চলে আসার পর দিনগুলো কেটেছিল উদাম ভালোবাসায়। আলোর কথা ভুলেই ছিলাম। তারপর সেই ভালোবাসার জোয়ারে ভাটা আসল। মাতাল ভালোবাসার পাগলামির জায়গা করে নিচ্ছিল বাস্তব জীবন একটু একটু করে। আলোর কথা খুব মনে পড়ত। ও কত বড় হয়েছে, কার মত হয়েছে দেখতে? আমার উপরে কি ওর খুব রাগ? নাসের কি ওর ঠিক মত খেয়াল নেয়? হাজার হোক নিজের মেয়ে। ওর কথা মনে পড়তে শুরু করল আর সেই সাথে যোগ হল অপরাধ বোধ। সেদিন আলোকে দেখে তের বছর আগের পাপের কথা বড় বেশি মনে পড়তে লাগল।

নাসেরকে বেশি আয়ের জন্য বিদেশে জোড় করে আমিই পাঠিয়েছিলাম। গুণে গুণে চলতে আমার ভালো লাগে না। পুরুষ মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকবে। তাই নাসেরকে পাঠিয়ে আমি স্বপ্নের জাল বুনছিলাম, সচ্ছল জীবনের, বিলাসী স্বপ্ন। আমি সুন্দর, প্রশংসা শুনে আমার অভ্যাস। বিলাস বসনে আমার প্রশংসা বেড়ে যাবে বহুগুণ। একলা দুপুরে আমি এসব কল্পনা করতাম। নাসের মুখে প্রশংসা করতে না পারলেও তাকিয়ে থাকত



প্রশংসার চোখে, ওটা মিস করতাম। সেরকম দুপুরে ছুটহাট সাবের ঢুকে যেত ঘরে কোন না কোন অজুহাতে, কোনদিন ওয়াইফাইএর পাসওয়ার্ড চাই, কোনদিন চা পাতা পাচ্ছে না। আমি বেশ উপভোগ করতাম ওর এই পাগলামি। এরপর অজুহাত বানিয়ে আমিও ডাকতাম। মাঝে মাঝে চা বানিয়ে নিয়ে আসত। তারপর আর উঠতই না। কেন যেন মনে হত ও আমার প্রেমে পড়েছে। আমি মনে মনে হাসতাম। আস্তে আস্তে ওর সাহস বাড়ল। আমার রূপের প্রশংসা শুরু করল। ওর মুখে বেশ লাগত। ও নাসেরের মত মুখচোরা না, সরাসরি অনেক খোলামেলা প্রশংসা করত। বাড়িও যেতে চাইত না। ব্যবসার সময়টুকু ছাড়া পুরো সময় আমার পাশেই ঘুর ঘুর করত। এই সেই উপলক্ষ্যে উপহারও আনত। একদিন রাতে বিদ্যুৎ চলে গেছে। রাত তখন দশটা। ফোনের চার্জও শেষ। রুম চারজার না পেয়ে ভয় পেয়ে সাবেরকে ডাকছিলাম। ও কখন যেন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ফোনের আলোতে ওর চোখে অন্য রকম দৃষ্টি, এই দৃষ্টি যে কোন মেয়ে চেনে। ও এগিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। ফিসফিস করে বলল, ‘আমি আর পারছি না বেলা, আমাকে ফিরিয়ে দিও না।’ আমি কেঁপে উঠলাম। আমার সমস্ত শরীরে আনন্দের বৃষ্টি নেমেছে যেন। কিন্তু ঘুমন্ত আলোর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি দ্রুত নিজেকে গুটিয়ে নিলাম চোখ নিচু করে। সাবের কি বুঝল কে জানে, কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে সরে গেল। পরের দুদিন আমরা একে অপরের সাথে কোন কথা বলিনি। আমি অনেক ভেবেছি। নাসেরের জন্য এমন টান আমি কখনো অনুভব করিনি। এই টানটা কি শুধুই শারীরিক? যতবার সাবেরের সেই এক মুহূর্তের স্পর্শের কথা ভাবছি, অজানা ভালোলাগায় শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে, কত রাতের আদর সোহাগে নাসেরের সাথে যেটা হয়নি। আমি কেন নিজেকে বঞ্চিত করব? কেউ তো জানতে পারছে না। নিজের সাথে অনেক যুদ্ধ করে হেরে গেলাম। সাবের শুয়ে শুয়ে কী যেন পড়ছিল। আমাকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠল। ‘আমাকে মাফ করে দাও প্লিজ। আমি ভেবেছিলাম তোমারও সায় আছে। বুঝতে পারিনি। আমার আর কোন উপায় ছিল না।’ আমি গিয়ে আস্তে করে ওর ঠোঁট চেপে ধরলাম। ‘মাফ করব একটা শর্তে।’ ও অবাক হতেও ভুলে গেছে। ওর ঠোঁটে ঠোঁট ডুবলাম আর সঁপে দিলাম নিজেকে। কি করে জানাজানি হলো জানি না। তবে একদিক থেকে ভালোই হলো, আমরা বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিলাম। দুই পরিবারের সবাই এমন ছি ছি করল যে অনেকটা বাধ্য হয়েই আমরা বিদেশে চলে গেলাম। ভেবেছিলাম আলোকে নিয়ে গেলে নতুন জীবনে অতীতের ছায়া থেকে যাবে। ওর খরচও আছে। তাছাড়া নাসের ওকে সহজে দেবে না, বরং ডিভোর্সে বামেলা হবে। তাই মন শক্ত করে ওকে বাবার কাছে রেখেই গেলাম। ছেড়ে যাওয়ার দুয়েক বছর পর থেকেই ওর স্মৃতি ফিরে আসতে শুরু করল। দিন দিন বাড়ছিল গ্লানি। আজকাল প্রায় রাতেই ঘুম হয় না। সেদিন ওকে দেখার পর থেকে ভেতরটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। নাসের ওকে আমার কথা বলেনি। একদিক থেকে ভালোই হয়েছে, না হলে আমি ওকে মুখ দেখাতাম কীভাবে? নাসেরের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ বোধ করলাম। তবে মন কিছুতেই মানছিল না। ওকে আরেকবার মন ভরে দেখতে চাই। ‘আচ্ছা আমি যদি মাফ চাই ও কি কিছুতেই মাফ করবে না? মা বলে ডাকবে না? আমি ওকে বাইরে নিয়ে যাব, ওর জীবনটা বদলে যাবে।’ কিছুতেই সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। আসলে সাহসে কুলাছিল না। এর মধ্যেই আলোর ফোন এল ‘বেলা আনটি, আমার না খুব জ্বর, বাবা সকালে ঢাকার বাইরে গেছে। কেন জানি আপনার কথা মনে পড়ল, একবার আসতে পারবেন?’ আমার ভেতরটা কেঁপে উঠল। দুরূহ দুরূহ বুকে গিয়ে পৌঁছালাম। জ্বর বেশ বেড়েছে। কাঁপছে, চোখ লাল। আমি দ্রুত মাথায় পানি দিতে শুরু করলাম। আলো বকেই চলছে ‘আপনাকে দেখার পর থেকে খুব মাকে মনে পড়ছে, দেখুন আপনাদের কী মিল।’ বলে ছবিটা দেখাল। ‘আজ যদি মা বেঁচে থাকত নিশ্চয়ই এমন করে মাথায় পানি দিত।’ আমি যে কীভাবে চোখের পানি আটকালাম। জ্বর কিছুটা কমলে ও ঘুমিয়ে পড়ল। আমি বসে বসে প্রাণভরে ওর মুখটা দেখছিলাম। যদি ঘুম ভেঙ্গে আমাকে মা বলে জড়িয়ে ধরে? ‘বেলা, তুমি এখানে কী করছ?’ নাসের কখন এসেছে টের পাইনি। ও কি বিরক্ত? তবে আমি বিব্রত। আলোর খুব জ্বর ও ফোন করে আসতে বলেছিল, আমি না এসে পারিনি। মা হিসেবে ওর সামনে দাঁড়াতে পারব



সাবের শুয়ে শুয়ে কী যেন পড়ছিল। আমাকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠল। ‘আমাকে মাফ করে দাও প্লিজ। আমি ভেবেছিলাম তোমারও সায় আছে। বুঝতে পারিনি। আমার আর কোন উপায় ছিল না। আমি গিয়ে আস্তে করে ওর ঠোঁট চেপে ধরলাম। ‘মাফ করব একটা শর্তে।’ ও অবাক হতেও ভুলে গেছে। ওর ঠোঁটে ঠোঁট ডুবলাম আর সঁপে দিলাম নিজেকে। কি করে জানাজানি হলো জানি না। তবে একদিক থেকে ভালোই হলো, আমরা বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিলাম। দুই পরিবারের সবাই এমন ছি ছি করল যে অনেকটা বাধ্য হয়েই আমরা বিদেশে চলে গেলাম। ভেবেছিলাম আলোকে নিয়ে গেলে নতুন জীবনে অতীতের ছায়া থেকে যাবে

না জানি, আনটি সেজেই না হয় একটু কাছাকাছি থাকি।’

৪

#### আলোর কথা

বাবার গলার শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেছে। বেলা আনটিকে দেখে কি করে শোনার জন্য চোখ বুজে ছিলাম, তাছাড়া চোখ খুলতে খুব কষ্টও হচ্ছে।

বেলা আনটির কথায় চমকে উঠলাম। ‘মা হিসেবে?’

চোখ খুলে চিৎকার দিয়ে উঠলাম ‘কিন্তু আমার মা তো মারা গেছে?’

বাবার দিকে তাকালাম। ভীষণ অসহায় লাগছে আমার বাবাকে।

‘না তোর মা মারা যায়নি, বেলা তোর মা।’

‘তবে কেন তুমি এতদিন মিথ্যে বলেছ?’ বল। আমার মনে হচ্ছে আমি বুঝি জ্ঞান হারাণ। আমার এক মিনিট আগে পাওয়া মা মাথা নিচু করে আছে।

দুজনেই কাঁদছে। ‘আমি তোকে জানাতে চাইনি তোর মা তোকে রেখে চলে গেছে। তোকে কষ্ট দিতে চাইনি। আজ তো জানলি, চাইলে তুই তোর মায়ের কাছে ফিরে যেতে পারিস’ বাবার গলা বুজে আসছে।

আমার মা এইবার চোখ তুলে তাকালেন। আমার হাত দুটো ধরে বললেন, ‘আমাকে মাফ করে দাও মা।’ তোমার মুখে মা ডাক শোনার জন্য আমার ভেতরে হাহাকার করে।

আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল, অনেক চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না।

‘আপনি ফিরে যান। যেদিন আমাদের রেখে চলে গিয়েছিলেন, আমার মা সেদিন মারা গেছে।’

আমি দুহাত বাড়িয়ে বাবাকে ডাকলাম ‘বাবা, আমার কাছে এসো তো, আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধর বাবা, কোথাও হারিয়ে যেতে দিও না।’

বাবার বুকে চলে পড়লাম আমি, প্রচণ্ড জ্বরে ঘোর লাগছে। ৪৩